গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৬ (রেল অপারেশন) অধিশাখা
www.mor.gov.bd

বিষয়: বাংলাদেশ রেলওয়ের (DEMU) ট্রেন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও আলোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. মো: হুমায়ুন কবীর সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	২০/১০/২০২২
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকায়
সভার স্থান	:	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (কক্ষ নং-৯৩০)

সভার উপস্থিতি: সভায় মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্তি সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা/অডিট ও আইসিটি), যুগ্মসচিব (প্রশাসন), বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/আই), মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিতির তথ্য পরিশিষ্ট 'ক'-তে দেখানো হলো।

০২। **প্রারম্ভিক আলোচনা:**

২.১ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, আজকের সভায় মাননীয় মন্ত্রী উপস্থিত থেকে এ সভাকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রারম্ভিক বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, ট্রেডিশনাল ট্রেন পরিচালনার সাথে সাথে ভিন্ন ধারার ডেমু ট্রেন পরিচালনা করছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। স্বল্প দূরত্বে যাতায়াতের ক্ষেত্রে এ ট্রেন খুব সুবিধাজনক। তিনি বলেন, ২০১৩ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ে ২০টি ডেমু ট্রেন ক্রয় করে এবং বিভিন্ন রুটে তা চালু করা হয়। বর্তমানে ১৪টি ট্রেন বিকল হয়ে পড়ে আছে। ৬টি ডেমু এখনো চলমান আছে। গত ০৯/১০/২০২২ তারিখ মেরামতকৃত একটি ডেমু ট্রেন আনুষ্ঠানিকভাবে পাবর্তীপুর থেকে রংপুর পর্যন্ত চালু করা হয়। ট্রেনটি ৬০ কিলোমিটার বেগে চালানো হয়েছে। এ ডেমু ট্রেনটি অকেজো অবস্থায় পড়ে ছিল, বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ দেশীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে এ ট্রেনটি সচল করতে সমর্থ হওয়ায় তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সবগুলো ডেমু ট্রেন চালু করা সম্ভব হলে জনগণ উপকৃত হবে এবং রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

২.২ সভায় অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) ডেমু ট্রেনের ওপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ২০১৩ সালে ২০টি ডেমু ক্রয় করা হয়েছিল। ২০১৮ সালে এগুলো অকেজো হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষ থেকে এগুলো সচল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল এবং দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে এগুলো মেরামতের কাজ হাতে নেয়া হয়। তিনি বলেন, ডেমুর জন্য রেলওয়ের আলাদা কোন ওয়ার্কশপ নেই। দীর্ঘ ৯ বছর এগুলোর কোন ভারী মেরামত কাজ করা যায়নি। ট্রেনগুলো মিটারগেজের। মূল নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মডিউল ও খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করা ছাড়া এগুলো সচল করার কোন উপায় ছিল না। ডেমু ট্রেনের সুবিধা হলো দুই দিকে ইঞ্জিন থাকায় পৃথক কোন লোকোমোটিভের প্রয়োজন হয় না। ডেমু ট্রেন হালকা বাহন হওয়ায় জ্বালানী সাশ্রয়ী। ইঞ্জিন ঘুরানোর প্রয়োজন না হওয়ায় স্বল্প দূরত্বে প্রতিদিন অধিক সংখ্যক ট্রিপ দেওয়া সম্ভব হয়। তিনি আরও জানান যে, ২০ সেট ডেমুর মধ্যে বর্তমানে সচল রয়েছে ০৬ সেট এবং মেরামতাধীন রয়েছে ১৪ সেট। ডেমুগুলো মেরামতের জন্য স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি আরো জানান যে, মেরামতাধীন ডেমু সচল করার লক্ষ্যে এর ইলেকট্রিক যন্ত্রাংশ ও মডিউল নির্ভর অপারেটিং সিস্টেম দেশীয় বাজারে সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যে প্রাপ্য যন্ত্রাংশ দ্বারা প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গড়ে প্রতিটি ডেমু মেরামতে কমপক্ষে প্রায় ৫০/৬০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে। আর আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মেরামত করা হলে প্রতিটি ডেমুর মেরামত চার্জ পড়বে প্রায় ৫ কোটি টাকা। তিনি ডেমুগুলো মেরামতের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করেন।

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

২.৩ ইঞ্জিনিয়ার জনাব মো: আসাদুজ্জামান ডেমু ট্রেন মেরামতের ওপর একটি টেকনিক্যাল প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয় উল্লেখপূর্বক বলেন, ট্রেনগুলোতে ৪০টি ইলেকট্রিক মডিউল রয়েছে, যা পরিচালনা ব্যয়বহুল এবং মেরামত প্রায় অসম্ভব। তাই উক্ত ট্রেনগুলো কেবল ২টি মডিউলে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে মেরামত করা সম্ভব এবং এতে খরচও অনেক কম হবে। একটি ডেমু মেরামতে কম-বেশি ৫০/৬০ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে মর্মে তিনি জানান।

২.৪ পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনের উপর বক্তব্য প্রদানকালে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) জানান যে, অপারেশন মডিউল ছাড়াও ইঞ্জিনসহ ক্যারেজ এর বডি, চাকাসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ মেরামত/প্রতিস্থাপন প্রয়োজন হবে কি-না এবং এসব ক্ষেত্রে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তা নির্ধারণ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

২.৫ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, ডেমুগুলো মেরামতের বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। তিনি জানান, ডেমুগুলো মেরামতের জন্য পৃথক বাজেটের প্রয়োজন হবে না। রেগুলার মেরামত খাত হতে ধারাবাহিকভাবে একটি একটি করে ট্রেন মেরামত করা সম্ভব।

২.৬ সভাপতি বলেন, সরকারি কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা হলো, কোন কাজ করতে হলে আগে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় (এপিপি) তা অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। অন্যথায় অডিট আপত্তি হয় এবং প্রিন্সিপ্যাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে সচিবকে এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হয়। যে কোন ক্রয়/মেরামত কাজ করার আগে এগুলোকে এপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। করোনা মহামারীর কারণে বন্ধ থাকা কিছু কিছু ট্রেন এখনো চালু করা সম্ভব হয়নি। এগুলো চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, কোন কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ প্রয়োজন। মেরামতকৃত ডেমু ট্রেনটির সার্ভিস পরীক্ষামূলকভাবে দেখা যেতে পারে। ৬ মাস দেখার পর পরবর্তী ডেমুগুলো মেরামতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে। তিনি সকলকে আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৭ সার্বিক পর্যালোচনার পর মাননীয় মন্ত্রী বলেন, ৬০০ কোটি টাকা খরচ করে ডেমু ট্রেনগুলো ক্রয় করা হয়েছে। স্বল্প দূরত্বের যাত্রী সেবা প্রদানে ডেমু খুবই জনপ্রিয় ও সাশ্রয়ী। তাই, অকেজো ডেমু ট্রেনসমূহ মেরামত করা জরুরী। তিনি বলেন, প্রত্যেক ট্রেনের ক্ষেত্রে খরচ এক হবার কথা নয়; তাই প্রত্যেকটি ট্রেনের জন্য পৃথক পৃথক এস্টিমেট তৈরী করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে একটি কমিটি করে দেয়া যেতে পারে। ডেমু মেরামতের বিষয়ে কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে তিনি অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন।

০৩। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক্র:নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৩.১	বাংলাদেশ রেলওয়ের অকেজো ডেমুগুলোর মেরামত সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি গঠনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ডেমু ট্রেন মেরামত সংক্রান্ত একটি কারিগরি কমিটি গঠনের জন্য ৭দিনের মধ্যে কমিটির সদস্যগণের নামের তালিকা প্রেরণ করতে হবে। কমিটির কার্যপরিধি: (১) প্রত্যেকটি ডেমু ট্রেন পরিদর্শনপূর্বক কী ধরণের মেরামত প্রয়োজন তা নির্ণয় করা এবং সুপারিশসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করা; (২) পৃথক পৃথকভাবে অকেজো ডেমু ট্রেন মেরামতে দেশীয় মুদ্রায় সম্ভাব্য কত খরচ হতে পারে তা নির্ণয় করা।	মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৪। অতঃপর সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৭/১০/২০২২
(ড. মো: হুমায়ুন কবীর)
সচিব
রেলপথ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৫৪.০০.০০০০.০৪১.১৮.০১০.১৩-২২১

তারিখ: ১৪ কার্তিক ১৪২৯ / ৩০ অক্টোবর ২০২২

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
০২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
০৪। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৫। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
০৬। সরকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।
০৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৮। উপসচিব (প্রশাসন-২/৪), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৯। সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১০। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয় (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

(আলমগীর হুছাইন)
উপসচিব
☎ +৮৮০২৪১০৫০২৪৪
admin6@mor.gov.bd

পরিশিষ্ট-ক

সভার বিষয় ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ের (DEMU) ট্রেন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও আলোচনা সভা।

সভার সভাপতি ঃ সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

সভার তারিখ, সময় ও স্থান ঃ ২০ অক্টোবর, ২০২২; রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং ৯৩০)

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা:

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর ও ই মেইল	স্বাক্ষর
০১।				
০২।	মো. ইয়াসীন অতি: সচিব	MOR		[signature] 20/10/22
০৩।	[illegible] উদ্দিন আহমেদ যুগ্মসচিব	MOR		[signature] 20/10/2022
০৪।	মীর [illegible] হোসেন উপসচিব	MOR		[signature] 20/10/22
০৫।	মো: তৌহিদুল ইসলাম উপসচিব	উপসচিব	01711691669	[signature] 20/10/22
০৬।	[illegible] হোসাইন উপসচিব.	MOR	01312345915	[signature] 20/10/22
০৭।	মো: মনিরুজ্জামান মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব)	রেলপথ মন্ত্রণালয়	01944800847	[signature] 20/10/22

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর ও ই মেইল	স্বাক্ষর
০৮।	Engr. Md. Asaduzzaman DEMU Expert	—	01718996316	[signature]
৯।	Mehedi Hasan CSE, freelancer	—	01326245337	[signature]
১০।	মো: লুৎফর রহমান অতিরিক্ত সচিব	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০১৫৫২ ৩০৬০০৪	[signature]
১১।	রুহুল কাদের আজাদ সহকারী রেল পরিদর্শক রেলপথ মন্ত্রণালয়	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০১৭১১ ৩০৫৭১৫	[signature] 20/10/22
১২।	ফরিদ আহমেদ সিসিএস / পাহাড়তলী	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১১ ৫০৬১৪৪	[signature] 20/10/22
১৩।	মো: আনোয়ারুল ইসলাম পরিচালক (ইনভেন্টরি কন্ট্রোল)	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭১১-৬৯১৫৪৫	[signature] 20/10
১৪।	এস.এম. সলিমুল্লাহ বাহার [illegible]	BR	01711506144	[signature] 20-10-22
১৫।	মো: [illegible] হোসেন সরকার, Addl. CPLD	BR	01711691023	[signature] 20.10.22
১৭।				

সভার বিষয় ঃ **বাংলাদেশ রেলওয়ের (DEMU) ট্রেন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও আলোচনা সভা।**

সভার সভাপতি ঃ সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

সভার তারিখ, সময় ও স্থান ঃ ২০ অক্টোবর, ২০২২; রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং ৯৩০)

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা:

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর ও ই মেইল	স্বাক্ষর
০১।	ডি এন মজুমদার মহাপরিচালক	B.Railway		20/10/2022
০২।	মো: মঞ্জুর-উল-আলম চৌধুরী ADG/RS	BR		2022
০৩।	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন GM(E)	BR		20/10/22
০৪।	অসীম কুমার তালুকদার মহাব্যবস্থাপক (পূ:)	বিআরই	01711505309	20/10/22
০৫।	মো: মহিউদ্দীন JDG(M)	BR	01711506119	20.10.22
০৬।	অজয় কুমার পোদ্দার	CEE/E	01711506127	20.10.2022
০৭।	মো: বোরহান উদ্দিন CME/E	BR	01711506110	

ক্রমিক	নাম ও পদবি	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর ও ই মেইল	স্বাক্ষর
০৮।	তাপস কুমার দাস DS(W)/PHT	চট্টগ্রাম, পাহাড়তলী	০১৭১১৬০ ৮১৬৫ dswpht@railway.gov.bd	[signature]
০৯।	মো: রফিকুল ইসলাম প্রধান নির্বাহী (কেলোকা)	কেলোকা, পার্বতীপুর	01711506133 cexclw@railway.gov.bd	[signature]
১০।	আনেছুর রহমান DS(W)/SDP	নীলফামারী সৈয়দপুর	01711506134 dswsdp@railway.gov.bd	[signature]
১১।	মো: জয়নুল ইসলাম Dir (Dev-mech) Rail bhaban	রেলভবন, ঢাকা	01755190476 zainulbr78@gmail.com	[signature]
১২।	মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম Dir/LM,	রেলভবন ঢাকা	01711691638	[signature]
১৩।	মো: মিজানুর রহমান পরিচালক ট্রাফিক পরিবহন	বিআর	01711691613	[signature]
১৪।	মো: জোবায়েল আহমেদ এডিজি (আই)	বিআর	০১৭১১৫০৫৬০১	[signature]
১৫।				
১৬।				